দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 14 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

ভর্তিযুদ্ধ ৬৩৫ আসনে ৪ হাজার

স্থান ভিকারুননিসা স্কুল

স্টাফ রিপোর্টার॥ ভর্তির তীব্র লড়াইয়ে টিকে থাকার আকুতিতে, স্কুলের ভিতরে স্বজন কোমলমতি শিশুরা লেখায় ব্যস্ত, বাইরে তখন উদ্বিগ্ন-উৎকণ্ঠিত পিতামাতা-স্বজন-পরিজনের অপেক্ষার প্রহর। উৎকণ্ঠিত অভিভাবকের মনে একটাই উদ্বেগ—রাজধানীর ভাল স্কুলে ভর্তির এই তীব্র প্রতিযোগিতায় তাঁর প্রিয় সন্তান টিকবে তো!

শুক্রবার রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ৬৩৫টি শূন্য আসনের বিপরীতে সাড়ে চার হাজারের বেশি শিশু লড়াইয়ে নেমেছিল। একটি আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দিয়েছে গড়ে ৭ জনের বেশি ভর্তিচ্ছু। বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে তাদের পিতামাতা-আত্মীয়রা অপেক্ষার প্রহর গুনেছে ঘন্টার পর ঘন্টা। দুই ঘন্টার পরীক্ষার পর নিজের সন্তানকে কাছে পেতে আরও দুই ঘন্টার বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। প্রচণ্ড ভিড় স্কুলের বাইরে যানজট, মাইকের চেঁচামেচি, হৈ-হুল্লোড় আর শিশুদের কান্নাকাটিতে এক উদ্বেগজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শেষমেশ অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে বুঝে নিয়ে বাড়িতে ফেরেন। বেলা

(৪-এর পাতায় দেখুন)

ভর্তিযুদ্ধ ৬৩৫ আসনে

(প্রথম পাতার পর)

এগারোটায় পরীক্ষা শেষ হলেও একজন একজন করে অভিভাবককে ডেকে তাঁদের সন্তানদের বুঝিয়ে দিতে বেলা দেড়টা-দুইটা বেজে যায়।

প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষায় অংশ নিতে সকাল থেকেই ভর্তিচ্ছু সন্তানকে নিয়ে অভিভাবকরা গাড়ি, রিক্সা কিংবা হেঁটে ভিকারুননিসা নুন স্কুলের দিকে আসতে থাকেন। বাবা-মা সন্তানকে স্কুলের গেটের ভিতরে পৌঁছে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করতে থাকেন। পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগে স্কুলের চারদিকের রাস্তায় যানবাহন, অভিভাবক সমাগমে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। আলাপ করে জানা গেছে, একজন শিশুর সঙ্গে তার পিতামাতা, ভাইবোন এমনকি আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত এসেছে। ইস্কাটনের এক অভিভাবক জানান, তাঁদের একমাত্র সন্তানটির সঙ্গে বাড়ির পাঁচ সদস্যই চলে এসেছে। ছেলেমেয়েদের স্কুল-কলেজ বন্ধ এবং সরকারী অফিস ছুটি থাকায় তাঁরা বাড়ির শিশুটির সঙ্গেই চলে এসেছে। এ হিসাবে সাড়ে চার হাজার শিশুর পরীক্ষাকে ঘিরে পনেরো হাজারের মতো অভিভাবকের ভিড় হয়েছিল স্কুলের ভিতরে-বাইরে। বেলা এগারোটায় পরীক্ষা শেষে নিজের সন্তানকে বুঝে পাওয়ার জন্য অভিভাবকরা বেশ হৈ-হুল্লোড় শুরু করেন। হৈচৈ-চেঁচামেচি আর মাইকের মুহুর্মুহু ঘোষণায় ভীতবিহ্বল হয়ে অনেক শিশু কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। পরে তাঁদের অভিভাবকের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়। পরীক্ষা শেষ করে বাইরে আসা শিশুদের স্বেচ্ছাসেবিকারা তাঁদের বাবা-মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করেন। নাম-পরিচয় ধরে মাইকে ডেকে শিশুদের তাদের প্রকৃত অভিভাবকের কাছে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এগারোটায় পরীক্ষা শেষ হলেও বেলা একটা-দেড়টা পর্যন্ত শিশু-অভিভাবকের জটলা ছিল স্কুল প্রাঙ্গণে। ভিকারুননিসা নুন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় গত ৩০ ডিসেম্বর। সেদিন এত বেশি ভিড় হয়নি বলে জানাল স্কুল কর্তৃপক্ষ। তবে প্রথম শ্রেণীর ভর্তিচ্ছুর সংখ্যা বেশি বলে ভিড় হওয়া স্বাভাবিক। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও আগে থেকে নেয়া হয় বলে জানায় তাঁরা।

রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী স্কুলগুলোতে ভর্তি পরীক্ষার লড়াই জানুয়ারি মাসজুড়েই চলবে। সরকারী ২৪টি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ শেষ হবে আগামীকাল ৫ জানুয়ারি। এর পর একে একে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে। বেসরকারী স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনগুলো তাদের ভর্তির কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। তবে বেশিরভাগ অভিভাবক একাধিক স্কুলে ভর্তির ফরম সংগ্রহ করেছেন। এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে দৌড়াবেন পুরো মাস। শিক্ষেশ্বরীর এক অভিভাবক বললেন, একই সঙ্গে কয়েকটি স্কুলে ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য তাঁদের একমাত্র মেয়েটিকে প্রস্তুত করেছেন। কোথায় টিকবে তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই।